তারিখ 04 JAN 2016
কলাম

আমাদের সময়

শিক্ষকদের কর্মবিরতির ঘোষণা

বৈষম্য দূর করে সমতা আনুন

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষক তার চালিকাশক্তি। শিক্ষকতা একটি মহান পেশা হলেও বেতন কাঠামো ও অন্য সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে তারা নানা বৈষম্যের শিকার অনেক দিন থেকেই। বর্তমান সরকার শ্রেণিপ্রথা বিলুপ্ত করে নতুন যে বেতন কাঠামো ঘোষণা করেছে, তাতে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন শিক্ষকরা। এ বৈষম্য নিরসনের দাবিতে অনির্দিষ্টকাল কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন তারা। যার প্রভাব পড়বে শিক্ষাঙ্গনে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটুক, এমন আন্দোলন কারও প্রত্যাশা নয়।

আমাদের সময় সংবাদসূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের এক বৈঠকে ১১ জানুয়ারি থেকে দেশের সব পাবলিক (সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত) বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকাল কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষক নেতারা। ফেডারেশনের অন্য কর্মসূচির মধ্যে গতকাল থেকে শুরু করেছেন কালো ব্যাজ ধারণ করে ক্লাসে যাওয়া, যা চলবে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। তারা শিক্ষার্থীদের কাছে নিজেদের দাবির বিষয়টি তুলে ধরবেন। এবং বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত কর্মবিরতি ও সব বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হবে। তাদের দাবি যতদিন পর্যন্ত আদায় না হবে, ততদিন এ কর্মবিরতি চলবে। এর মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আলোচনার আহ্বান এলে শিক্ষক নেতারা আলোচনায় বসবেন। কিন্তু প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে দাবি মেনে নেওয়া না হলে কর্মবিরতি প্রত্যাহার করা হবে না। শিক্ষকদের বিরোধিতার মধ্যে সরকার অষ্টম বেতন কাঠামোর গেজেট প্রকাশের পর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি দাবি আদায়ে সর্বাত্মক কর্মবিরতির হুমকি দিয়েছিল। অষ্টম বেতন কাঠামো ঘোষণার পর থেকে গ্রেডে মর্যাদার অবনমন এবং টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড বাতিলের প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু করেন শিক্ষকরা। দুঃখজনক হলো, আমলাদের জন্য বিশেষ গ্রেড তৈরি করা হলেও শিক্ষকদের সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত অধ্যাপক পদটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। ফলে অধ্যাপকরা আমলাদের নিচের স্কেলে থাকছেন। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের বৈষম্য দূর করা জরুরি। কারণ কোনো একটি ক্যাডারে হতাশা দেখা দিলে পেশার ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়বে। তাদের দাবি কি একেবারেই যুক্তিহীন? তাদের দাবির প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে আলোচনায় বসলে সমাধান বের করে আনা কঠিন হবে না।

সব বৈষম্য দূর করে জাতীয় বেতন কাঠামোয় সমতা আনতে সংশ্লিষ্ট মহল আরও সহানুভূতিশীল হবে, এমন প্রত্যাশা সবার। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমাজের কাছ থেকে সংগত কারণেই দায়িত্বশীল ও সহনশীল আচরণই আমাদের প্রত্যাশা।